আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে: فَسَدَ ফাসাদ অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করা, দুর্নীতি করা, ধ্বংস হওয়া;

To be corrupted, To be ruined, To cause corruption.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

১. আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। (২:২৫১)

[দাউদের অল্প সংখ্যক বাহিনী অত্যাচারী তালুতের বিশাল বাহিনীকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরাজিত করেছিল। তালুত ওই এলাকায় বিপর্যয় সৃষ্টি করছিল। পরাজিত করার পর দাউদ তালূতকে (সেনাপতি) হত্যা করেছিল]

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

২. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু প্রভু (ইলাহ) থাকতো তবে উভয়ই (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী) ধ্বংস হয়ে যেত। (২১:২২)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

৩. সত্য যদি তাদের (কাফিরদের) কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ'দ্বয়ের মধ্যে সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো। (২৩:৭১)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

৪. তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী। (২:১১)

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

৫. সাবধান এরাই (মুনাফিকরা) অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। (২:১২)

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ

৬. যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (২:২৭)

قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

৭. তারা (ফেরেশতারা) বলেছিল, আপনি কি সেখানে (পৃথিবীতে) এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে। (২:৩০)

[আল্লাহ বলেছিলেন, আমি জানি তোমরা জানো না]

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

৮. যখন সে প্রস্থান (তোমার দাওয়াত কবুল না করে হে মুহাম্মদ) করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংসের চেষ্টা করে আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২:২০৫)

وَلَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

৯. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তাকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। (৭:৫৬)

وَلَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا

১০. এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটবে না। (৭:৮৫)

[মাদিয়ানে সু'আযেব (আ:) তার কওমের লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন]

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগন বললো, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবেন? (৭:১২৭)

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

১২. তারা (ইউসুফের ভাইগণ) বললো: আল্লাহর শপথ! তোমরা তো যান আমরা এ দেশে দুষ্কৃতী করতে আসি নি এবং আমরা চোরও নই। (১২:৭৩)

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

১৩. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত (অভিশাপ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে মন্দ আবাস। (১৩:২)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

১৪. যারা কাফির ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারী তাদের উপর আমি বৃদ্ধি করবো শাস্তির উপর শাস্তি। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করতো। (১৬:৮৮)

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

১৫. আমি কিতাবে (তাওরাতে) বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম "নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে। (১৭:৪)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً

১৬. সে (রানী বিলকিস) বললো "রাজা বাদশার যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন ওই জনপদকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং ওখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে। (২৭:৩৪)

وَكَانَ فِى الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

১৭. আর সে শহরে (সালেহ এর কওমের শহর) ছিল এমন নয় জন ব্যক্তি (নেতা) যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং ভালো কাজ করতো না। (২৭:৪৮)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ

১৮. তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা (কাফিরগণ) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (৪৭:২২)

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

১৯. এ কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিয়েছি যে, মানুষ হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। (৫:৩২)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ

২০. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। (৫:৩৩)

كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

২১. যতবার তারা (ইহুদিরা) যুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়। আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজ লিপ্তদের ভালোবাসেন না। (৫:৬৪)

فَاذْكُرُواْ ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

২২. স্মরণ করো (সামুদ জাতিকে বলা হচ্ছে) আল্লাহর অনুগ্রহ (তিনি আদ জাতির ধ্বংসের পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন) এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৭:৭৪)

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

২৩. যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা এ কাজ না কর তবে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। (৮:৭৩)

[তোমরা এ কাজ না করা অর্থ হলো মুমিনদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা]

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ

২৪. তোমাদের পূর্ব কালে যাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যাতীত সৎলোক ছিলো না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করত। (১১:১১৬)

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

২৫. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা কোরো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভালোবাসেন না। (১৮:৭৯)

تِلْكَ الدَّارُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

২৬. আখেরাতের নিবাস আমি তাদের জন্যই নির্ধারণ করি যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। (২৮:৮৩)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

২৭. মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৩০:৪১)

أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ

২৮. অথবা সে (মুসা) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (৪০:২৬)

[ফিরাউন মুসাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল এবং মুসাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল যে মুসা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে]

فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ

২৯. এবং সেখানে (মিশরে) অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। (৮৯:১২)

[ফিরাউন ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে]

وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

৩০. এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (২:৬০)

[মুসার লাঠির আঘাতে আল্লাহ ১২টি প্রশ্রবণ সৃস্টি করলেনমুসার কওমের ১২টি গোত্রের পানি পান করার জন্য এবং শেষে বলা হচ্ছে দুস্কৃতিকারী হয় না]

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

৩১. [এতিমদের প্রতি সুবিচার করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হচ্ছে] আল্লাহ জানেন কে হিতকরী এবং কে অনিষ্টকারী। (২:২২০)

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ

৩২. [তাহলে কিতাবীগণ যারা হজরত মুহাম্মদ (স:) এর দাওয়াত অস্বীকার করেছিলো তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে] যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (৩:৬৪)

وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

৩৩. (লুতের কওমকে ধ্বংস করার বর্ণনার পর শুয়াবের কওম মাদ্যানবাসীদেরকে বলা হচ্ছে) সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কি পরিনাম হয়েছিল তা লক্ষ্য করো। (৭:৮৬)

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

৩৪. বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের (ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল) পরিনাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করো। (৭:১০৩)

وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

৩৫. (মুসা ৪০ দিন আল্লাহর কাছে তুর পাহাড়ে যাবার পূর্বে হারুনকে উপদেশ দিয়েছিলো) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না। (৭:১৪২)

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

৩৬. তাদের মধ্যে কেউ এতে (মোহাম্মদ (স:) এর দাওয়াত) বিশ্বাস করে কেউ বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (১০:৪০)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

৩৭. আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কার্যাবলীকে সার্থক করেন না। (১০:৮১)

ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

৩৮. [ফেরাউন যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যু বরণ মুহূর্তে বললো: আমি ঈমান আনলাম, তখন আল্লাহ বলছেন] এখন! পূর্বে তো তুমি অমান্য করেছিল এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১০:৯১)

وَيٰقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

৩৯. [শুএয়েব (আ:) বলছেন] হে আমার কওম! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেপে ও ওজন করে দিও, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (১১:৮৫)

قَالُواْ يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

৪০. তারা (দুপর্বতের মধ্যে বসবাসকারী সম্প্রদায়) বললো: হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবী তে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিবো যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেবেন? (১৮:৯৪)

وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

৪১. (শুআয়েব তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন) লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ন বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না। (২৬:১৮৩)

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

৪২. লক্ষ্য করো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (আদম, সামুদ, মাদইয়ান, লুত ও ফেরাউন জাতিদের) পরিনাম কেমন হয়েছিল। (২৭:৪)

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

৪৩. সে (ফেরাউন) তো ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (২৮:৪)

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

৪৪. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করো না. আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভালোবাসেন না। (২৮:৭৭)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِى عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

৪৫. সে (লুত (আ:)) বললো: হে আমার প্রতিপালক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (২৯:৩০)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِى الْأَرْضِ

৪৬. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, আমি কি তাদেরকে সমান গননা করবো? (৩৮:২৮)

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

৪৭. (সালেহ (আ:) তার কওম সম্পর্কে বলেছে) যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না। (২৬:১৫২)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ তায়ালা সূরা ৩০ রূম এর ৪১ নম্বর আয়াতে বলেছেন: "মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি তিনি অস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"

আমাদের বাংলাদেশেও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বৃষ্টি, লঞ্চ ডুবে জীবনহানি, সড়ক দুর্ঘটনা প্রানহানি ইত্যাদি আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করে থাকি। এগুলো আমাদের অন্যায়কর্মের ফল। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যাতে করে আমরা ঈমান আনি, সৎকাজ করি এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি না করি। আমরা যদি সঠিক পথে ফিরে না আসি তাহলে আখেরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির সম্মুখিন আমদেরকে হতে হবে। আসুন আমরা আল্লাহর ও রাসূলের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/